মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত সকলেই গাংনী উপজেলার।

আক্রান্তরা হলেন, গাংনী উপজেলা কোয়াটারের রওশন আরা (৪৫), বাকি তিন জন হলেন, গাংনী উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা মতিন (৫১), আরিফুর রহমান (৩৩) ও আদম আলী (৫০)।

এ নিয়ে জেলায় ১২৯ (সদর- ৬৯, গাংনী -৪৭, মুজিবনগর -১৩) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৭৬ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

বর্তমানে পজেটিভ সংখ্যা ৩৭ জন এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ১৮ জন, গাংনী ১৩ জন, মুজিবনগরে ৬ জন। সকলেই চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ২৭ টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৪টি পজিটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২১৯৮টি।

মাশরাফির পর এবার করোনামুক্ত হলেন স্ত্রী সুমি

মাশরাফির পর করোনা থেকে মুক্তি পেলেন তার স্ত্রী সুমনা হক সুমি। এর আগে তৃতীয় দফায় কভিড-১৯ এর রিপোর্টে নেগেটিভ এসেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার। শনাক্ত হওয়ার ২৪ দিন পর করোনা থেকে সেরে উঠেছেন তিনি।

মাশরাফির স্ত্রীর করোনামুক্তির খবর জানিয়েছেন তিনি নিজেই। নিজের

ফেসবুক থেকে এক পোস্টের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, করোনার রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। সমস্ত কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রতি ও যারা আমাকে কঠিন এই সময়ে পাশে ছিলেন তাদের প্রতি।’

করোনায় জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন নড়াইলের মানুষের পাশে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়িয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সফল অধিনায়ক নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য নড়াইল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফি বিন মর্তুজা।

যদিও গত ২০ জুন চিকিৎসকেরা জানায় করোনাভাইরাস বাসা বেঁধেছে তার শরীরে। পরবর্তীতে তৃতীয় দফায় টেস্ট করানোর পর করোনা থেকে মুক্তি মিলেছে মাশরাফির।

‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয়

তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের

সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

দেশে দুই লাখ ছাড়াল করোনা রোগীর সংখ্যা

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৭০৯ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়াল। এখন মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল দুই লাখ দুই হাজার ৬৬ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৪ জন। এনিয়ে দেশে মোট মারা গেলেন দুই হাজার ৫৮১ জন।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত

হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৯২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৩৭৩ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ১০ হাজার ৯৮ জন।

গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত করোনাভাইরাস শনাক্তে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৩,৪৬০টি। এরমধ্যে নতুন শনাক্ত হয়েছিলেন ৩,০৩৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ১,৯৯,৩৫৭ জন। আর গতকাল আরও ৫১ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৫৪৭ জন। এছাড়া গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১,৭৬২ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৭২৫ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

সূত্র- কালের কণ্ঠ

প্রবল স্রোতে ফেরি চলাচল ব্যহত, পাটুরিয়ায় যানবাহনের সারি

মানিকগঞ্জের পদ্মা-যমুনায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে যমুনা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ পথে ফেরি চলাচলে সময় লাগছে দ্বিগুণ। ফলে উভয় ঘাট পারে যানবাহনের দীর্ঘ সারির সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে নদীতে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নির্ধারিত নৌ-পথ দিয়ে ফেরিগুলো চলাচল করতে পারছে না। স্রোতের বিপরীতে চলাচলে ফেরিগুলোর সময়ও বেশী লাগায় ট্রিপ সংখা কমে গেছে অনেক। ফলে পাটুরিয়া প্রান্তে দীর্ঘ হচ্ছে যানবাহনের সারি। ভোগান্তিতে পড়েছে আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রী, চালক ও শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ অভ্যান্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)’র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. জিল্লুর রহমান জানান, নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে ফেরি চলাচলে দ্বিগুণ সময় লাগছে। এছাড়া ফেরি স্বল্পতাও রয়েছে এ নৌবহরে। অপরদিকে মাওয়া-কাওড়াকান্দী রুটের গাড়ি এ পথে আসায় যানবাহনের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি জানান, পাটুরিয়া-দৌলতাদিয়া নৌপথে ১৮টি ফেরির মধ্যে মাত্র ১২টি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে। যে কারণে পাটুরিয়া ঘাটে যানবাহন পারের অপেক্ষায় রয়েছে। এই নৌরুটে ফেরির সংখা বাড়ানো না হলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারন করতে পারে। তবে ফেরি বাড়লে কোন সমস্যা থাকবে না।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সৌন্দর্য হারাচ্ছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স!

করোনার প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সৌন্দর্য হারাচ্ছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। ভাঙতে বসেছে বেশ কিছু অবকাঠামো। যথাযথ দেখভালের অভাবে এমনটি হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় অনেকেই। গত ২৬ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবে মেহেরপুরে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়।



এরপর থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুজিবনগরসহ মেহেরপুরের সবকটি পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসন। যা এখনও চলমান রয়েছে। আসন্ন ঈদ-উল আযহাতেও বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার ফলে এবং ঠিক দেখভালের অভাবে সৌন্দর্য হারিয়েছে বেশ কিছু অবকাঠামো।

বিশ্বের দীর্ঘতম মানচিত্রের চারিপাশের লাইটের বক্স প্রায় সব গুলো ভাঙ্গা। আবার কোথাও কোথাও বৃষ্টির পানিতে ময়লার স্তুপ জমে আছে। পরিচর্যা নেই বাগানটিতেও। অযন্ত অবেহেলায় পড়ে আছে বেশ কিছু মৃত গাছ। সেই সাথে পুরো বাগানজুড়ে আগাছাই ভরপুর। এছাড়াও কমপ্লেক্সের ভিতরে মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও জমেছে হাটু পানি।

মুজিবনগরের স্থানীয় কয়জন ব্যক্তি জানান, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার ফলে অসাধু কিছু মানুষের আনাগোনা থাকে মুজিবনগরে। তারাই মূলত এইসব লাইটের বক্স গুলো ভেঙেছে। কয়েকজন আনছার সদস্য পর্যবেক্ষণে থাকলেও তাতে কোন লাভ হয়না। ১৭ এপ্রিল আসলেই মুজিবনগর সুন্দর ভাবে সাজানো হয়। আর ১৭ এপ্রিল শেষ হয়ে গেলে আগের মতই হয়ে যায়। কিন্তু মুজিবনগরের সুনাম ধরে রাখতে সারা বছরই কমপ্লেক্সটা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবনগর সৃতিসৌধ পরিচর্যাকারী সুভাস মল্লিক জানান, মুজিবনগর কমপ্লেক্স বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক স্থান। এই জায়গাটি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে রাখা দরকার। কারণ এখানে দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটক আসে। এই জায়গাটি অপরিষ্কার থাকলে নিজের কাছেও খারাপ লাগে।

মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ নিরাপত্তায় থাকা আনসার ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার জানান, গতবছর ১৭ এপ্রিলের সময় মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ লাইটিং সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু ১৬ এপ্রিল বিশাল এক ঝড়ে সবকিছু ভেঙে এলোমেলো হয়ে যায়। তার পরে কিন্তু এই বছর করোনার কারণে সেইভাবে ১৭ এপ্রিল পালিত হয়নি। তাই সেভাবে মেরামত করা হয়নি। তবে এই বছরে গণপূর্ত থেকে মানচিত্রের দেয়ালে থাকা বাল্বগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে সারানোর জন্য বাল্ব খুলে নিয়ে যায়। কিন্তু অনুষ্ঠান না হওয়ায় পরবর্তিতে সেগুলো লাগানো হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি বলেন, এখানে দেখভালের জন্য একটাও লোকবল এখন নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আমি উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করার পর কিন্তু উপজেলা পরিষদ থেকে লেবার দেখে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পরিষ্কার করে আসছি। তাছাড়া করোনার কারণে সেভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে না। তবে আবার নতুন করে কমপ্লেক্স খুলে দেওয়া হলে সুন্দর ভাবে কমপ্লেক্সটি পরিষ্কার করা হবে। আর বাল্ব এর যে বিষয়টি আছে। সেগুলোর দায়িত্ব কিন্ত গণপূর্তর। আমি গণপূর্ত বিভাগের সাথে কথা বলবো যেন নতুন করে ভেঙে যাওয়া বাল্বগুলো আবার লাগানো হয়।

তবে ১৭ এপ্রিলের আগে সেগুলো লাগানো হয়েছিলো। ১৭ এপ্রিলের পর হয়তো বাল্বগুলো কেটে গিয়েছে কিংবা যেভাবেই হোক চুরি হয়ে যেতে পারে। আর এগুলো নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমাদের ৪০ জন আনসার ব্যাটেলিয়ন আছে। আমি তাদের সাথেও কথা বলবো যাতে করে নিরাপত্তা যেন আরও জোরদার করা হয়।

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হামিদুলের মৃত্যু

মেহেরপুর শহরের এশিয়া নেট মোড় এলাকার হামিদুল হক (৫৯) করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
আজ শুক্রবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আব্দুল হালিমের ছেলে।

গত ২২ জুন তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তাঁর শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন ২৫ জুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৪ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

শুক্রবার (১৭ জুলাই) পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৫ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শুক্রবারে এরকম ২৪ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্রদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেছেন। তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেন।

কার্পাসডাঙ্গায় স্বাস্থ্য বিধি না মানাই পথচারীসহ দোকানে জরিমানা

সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে শারীরিক দূরত্ব বজায় না রাখা ও মাস্ক না পরায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে পৃথক পৃথক ভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। ১১ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২ হাজার ৬শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মোবাইল

কোর্ট পরিচালনা করে ৯ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এএসআই মসলেম উদ্দীন প্রমুখ।

অপরদিকে আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।ভ্রাম্যমাণ পরিচালনায় দুই ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধারায় ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার রুমানা আক্তার সহ একদল আনসার সদস্য।তিনি পথচারীদের সতর্ক করে বলেন সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

জনস্বার্থে ও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

করোনায় মৃত্যু ডা. রুমির দাফন নিজ গ্রামে

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ডা. রুমির দাফন সম্পূর্ণ করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর নিজ গ্রামের কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শাখার ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দরা তার জানাজা করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উক্ত জানাজায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ডা. রুমি চলতি মাসের ৪ তারিখে করোনায় আক্রান্ত হলে পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে তিনি কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার অবস্হার অবনতি ঘটলে ৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।

প্রায় ১৩ দিনের মাথায় তিনি গতরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আবু ইলিয়াসের ছয় ছেলে এক মেয়ের মধ্যে ডা. রুমি ছিলেন চতুর্থ সন্তান।

তিনি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।